স্কার প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত

নতুন প্রভাত

7-6-57

স্পার প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত

নতুন প্রভাত

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **বিকাশ রায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : **নচিকেতা ঘোষ**

সহযোগী পরিচালক : অসীম পাল • গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী চ্যাটার্জি. তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, মায়া ভট্টাচার্য্য, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, নীরেন ভট্টাচার্য্য, ভানু ব্যানার্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জি, প্রীতি মজুমদার, ঋষি মুখার্জি, শুক্লা দাস ও গীতা সেনগুপ্তা প্রভৃতি

চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত
শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী
সত্যেন চ্যাটার্জি
স্থিরচিত্র : সাংগ্রীলা
যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
ব্যবস্থাপক : বেণু রায়, শ্যামল চক্রবর্ত্তী

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশ : সুনীল সরকার
রূপসজ্জা : মনতোষ রায় ও
নিতাই সরকার
প্রচার : ক্যাপস্ (C.A.P.S.)
পটশিল্প : কবি দাসগুপ্ত

প্রধান কর্মসচিব : ভানু রায়

—সহকারী শিল্পীবৃন্দ—

পরিচালনা : সুনীল রায় চৌধুরী
অসীম রায় চৌধুরী
শিল্প নির্দেশ : রবি দত্ত
সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী
রূপসজ্জা : পরেশ, কেদার

চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী
শব্দগ্রহণ : সন্তু বসু
ব্যবস্থাপনা : কানাই, হীরেণ, অরুণ

টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরটরীজ এ পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ডাঃ অশোক রায়, ডাঃ কৃষ্ণ মোহন দে .
মুখার্জি ব্যানার্জি এণ্ড কোং

একমাত্র পরিবেশক : **স্পার ডিষ্ট্রিবিউটারস্ প্রাইভেট লিঃ**

কাহিনী

বাংলা দেশ থেকে আটশ' মাইল দূরে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি স্যানাটোরিয়ম। ডাক্তার অনিল ঘোষ তার পরিচালক আর সহকারী হিসাবে আছেন নার্স রমা বোস ও ডাক্তার ব্যানার্জি।

আর্ত ও রুগ্নদের সেবা করাই ডাক্তার ঘোষের শুধু ধর্ম নয়, জীবনের অবলম্বনও বটে। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' মহাপুরুষের এই বাণীই তাঁর জীবনের ব্রত।

সোমেশ্বর চৌধুরী এই স্যানাটোরিয়মের রুগী। তাকে নিয়ে সকলেই বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। তার এক্সরে রিপোর্ট ভাল নয়। সে কথা জেনেও সে গোলমাল বাধাচ্ছে। কোন আইনকানুন মানতে রাজী নয়, যেন বেঁচে থাকার ইচ্ছা তার আদপেই নেই। রুগীর প্রতি ডাক্তারের কর্ত্তব্য ছাড়াও সোমেশ্বরের প্রতি ডাক্তার ঘোষের বিশেষ দায়িত্বও রয়েছে। বাল্যে সোমেশ্বরের পিতার অর্থানুকুল্যে তিনি পড়াশুনো করেছিলেন। তাই সোমেশ্বরের দেখাশুনার ভার তিনি নার্স রমার ওপরই ছেড়ে দিলেন।

স্যানাটোরিয়মে বাতিকগ্রস্থ আরও অনেক রুগী আছে। ক্রসওয়ার্ড পাগল হরেণ বাবু ও বৌ-পাগলা অরুণের নামই সকলের আগে করতে হয়। ক্রসওয়ার্ডের শব্দ-সমস্যা সমাধানে হরেন বাবু সদাই ব্যস্ত আর দেশে ছেড়ে-আসা স্ত্রীর স্বপ্নে অসুস্থ অরুণ সবসময়েই মগ্ন। আর আছে সদ্য রোগমুক্ত প্রাণ চাঞ্চল্যে ঝলমল করা ছেলে আনন্দ। কাজ-পাগল, আদর্শ-পাগল, ক্রসওয়ার্ড-পাগল ও বৌ-পাগল বাতিকগ্রস্থ এই স্যানাটোরিয়মে একমাত্র আনন্দই সকলের

ভালবাসা কেড়ে নিয়ে মেতে আছে।

সোমেশ্বরের সঙ্গে রমার আদর্শের সংঘাত বাধে, আনন্দ এসে তাতে যোগ দেয়। সোমেশ্বর বলে—'দুনিয়াটা বড় স্বার্থপর, সকলেই কেবল টাকার পেছনেই বোঁ বোঁ করে ঘুরছে' আনন্দ প্রতিবাদ করে ওঠে—"না. স্নেহ, দয়া, ভালবাসা মানুষের মন থেকে নির্মূল হ'য়ে যায়নি, এই সৌন্দর্য্যে ভরা পৃথিবীতে নোংরামির স্থান থাকতেই পারে না।"

ডাক্তার ঘোষের ছাত্র রমেশের ভাবী বধূ সীতাও অসুস্থ হ'য়ে এদের মধ্যে এসে পড়েছে। ডাক্তার ঘোষ ও রমা না জানলেও সীতা জানে ডাক্তার ঘোষের মন কোথায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে, আর তাই সে হিংসায় জ্বলে ওঠে। নিজেরও অজান্তে সীতা ডাক্তার ঘোষকে ভালবেসেছিল ?

বিচিত্র এই সংসারের বাসিন্দাদের দিন এগিয়ে চলেছে। হরেনবাবু ক্রসওয়ার্ড নিয়ে আরও বেশী মেতে উঠেছেন, অরুণ সব সময়েই স্ত্রীর কথা ভাবছে, রুগীর সেবায় ডাক্তার ঘোষের স্নানাহার করার সময় কমে আসছে, এরই মাঝে কখন রমা সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ মরণোন্মুখ রুগী সোমেশ্বরকে ভালবেসে ফেলেছে। আনন্দের কাছে সে কথার আভাষ পেয়ে সোমেশ্বর বিদ্রুপ করে ওঠে—"আমাকে নয়, আমার টাকাকে উনি ভালবেসেছেন"।

আনন্দের অকস্মাৎ মৃত্যু এই সংসারের মধ্যে আনলো বিরাট পরিবর্ত্তন।

বাবা মা দেখতে আসছেন শুনে আনন্দ নিষেধ অমান্য করে তাঁদের জন্য ফল আনতে গিয়েছিল শহরে। ফেরার পথে দুর্য্যোগের মধ্যে পড়ে আহত হ'লো। আঘাত গুরুতর হওয়ায় আনন্দকে বাঁচান গেল না। মরবার আগে সোমেশ্বরকে জানিয়ে গেল রমা সোমেশ্বরকে সত্যই ভালবাসে।

ভুল ভাঙলো সোমেশ্বরের। রমার কাছ থেকে প্রাণভরা ভালবাসা পেয়ে তার আবার বাঁচার আগ্রহ দেখা দিল। সুস্থ হ'য়ে, রোগমুক্ত হ'য়ে, রমাকে সে বিয়ে করবে।

রমা গেল ডাক্তার ঘোষের কাছে অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ আনতে। কিন্তু আশীর্ব্বাদের বদলে পেল অভিশাপ। যে ভালবাসার কথা তিনি কোনদিন রমাকে বলেননি, এমন কি জানতেও দেননি, আজ হারিয়ে ফেলার ভয়ে, অধিকারচ্যুত হ'বার ভয়ে রমাকে অভিশাপ দিয়ে বস্‌লেন। রমা বুঝলো, যে ডাক্তার ঘোষকে এতদিন সে দেবতাজ্ঞান করতো, তিনি তা' নন। তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ।—

উত্তেজনা কাটার পর ডাক্তার ঘোষ নিজের দুর্ব্বলতার জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে রমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পন করলে আদর্শ ব্যর্থ হ'বে। যেমন করেই হোক এমন কি নিজের জীবনের পরিবর্ত্তেও আদর্শকে সফল করতেই হ'বে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

হে বোধিসত্ত নম
নম নম ওগো নিরুপম
শান্ত শৌম্য শুদ্ধ হে
প্রণাম তোমায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হে।
মানুষেরে তুমি ভালোবেসেছিলে তাই তুমি
ভগবান,
মানুষের দুখে কেঁদেছে তোমার প্রাণ।
তব করুণার আলোয় উজল বিপুল বসুন্ধরা
হে রাজ-ভিখারী তোমার হৃদয় মানুষেরই প্রেমে
ভরা
ক্লান্তির মাঝে এনেছ শান্তি প্রেরণা দিয়েছ আনি
তিমির তীর্থে মুক্তিমন্ত্র শোনালো তোমার বাণী
সূর্য্য কিরণে ঝরাও হে প্রভু তব মৈত্রীর আলো
অন্ধ হৃদয় যেন চিরদিনই মানুষেরে বাসে ভালো
হে বোধিসত্ত নম
নম নম ওগো নিরুপম
শান্ত সৌম্য শুদ্ধ হে
প্রণাম তোমায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হে।

(২)

আনন্দ—আকাশ বলে কানে কানে
পৃথিবীরে ভালবাস ভালবাস।
রমা—বাতাস বলে পৃথিবীরে ভালবাস ভালবাস
আনন্দ ও রমা—আমি বলি কে জানে গো
এই যে জনম আর কি পাব
তোমাদেরই ভালবেসে এই কটি দিন
কাটিয়ে যাব
ভ্রমর বলে বাজিয়ে বাঁশী
পৃথিবীরে ভালবাস
মুকুল বলে ছড়িয়ে হাসি
পৃথিবীরে ভালবাস
আমি বলি ধন্য আমি
এই যে জনম আর কি পাব
সূর্য্য চন্দ্র তারার আলো
বলে পৃথিবীরে ভালবাস।
সাঁঝের ছায়া মেঘের কালো
বলে পৃথিবীরে ভালবাস।
আকাশ বলে কানে কানে
পৃথিবীরে ভালবাস ভালবাস
বাতাস বলে গানে গানে
পৃথিবীরে ভালবাস ভালবাস।

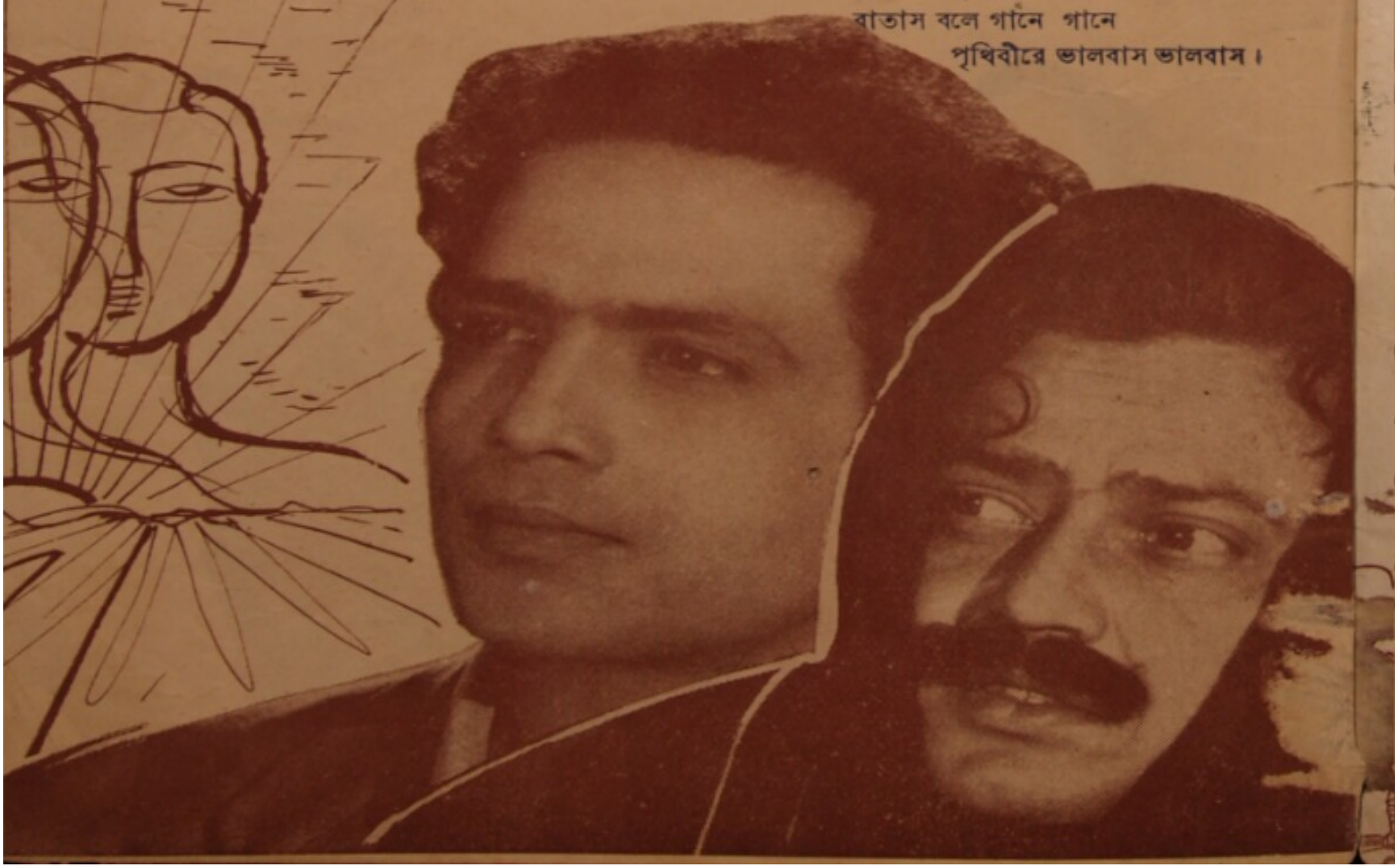

(৩)

এ ব্যাথার শেষ নাই সীমা নাই
আজ শুধু ধু ধু করে বিরহ আকাশ
যত দূর পানে চাই
আমি নাই তুমি নাই কিছু নাই ।
দুখের পূজায় আমি
আপনারে দিনযামী
নিবেদন করে যাই
মন নাই প্রেম নাই কিছু নাই ।
নিবিড় তিমির ছায়ে দিন যবে শেষ হয়ে যাবে
হয়তো ক্লান্তি মোর শান্তিরে খুঁজে পাবে
সেই শেষ আশা লয়ে
তোমারই সে দেবালয়ে
দীপ জ্বেলে দিতে চাই ।
সেইক্ষণে তুমি রবে
শুধু আমি নাই আমি নাই
আজ শুধু ধু ধু করে বিরহ আকাশ
যতদূর পানে চাই
এ ব্যাথার শেষ নাই সীমা নাই ।

(৪)

হিম হিম বাতাসের দমকায়
খুসী খুসী মন মোর চমকায়
ঝিলমিল এ আঁখির পলকে
কাঞ্চনজঙ্ঘা ঐ ঝলকে
ঝর ঝর পাইনের
সুর ভরা বাঁশী বাজে আহা-রে
এই পাহাড়ে পাহাড়ে
ঝিরি ঝিরি ঝিরি নাচে পাগলা ঝোরা
এই পাহাড়ে, এই পাহাড়ে ।
আজ কিছু আর ঢাকা নেই কুয়াসায়
মন মোর স্বপ্নে যে ভরে যায়
দূরে যে ছিল কাছে পাই তাহারে ।
এই পাহাড়ে এই পাহাড়ে ।
সব ভাবনারে করি আজ তুচ্ছ
আমি হাসি আর হাসে মোর চারিধারে
রডোড্রেনডন গুচ্ছ ।
এ যেন নতুন এক ফাগুন
মোর মৌমাছি মন করে গুন, গুন, গুন, গুন
এ জীবন ভরে গেল রং বাহারে
এই পাহাড়ে---এই পাহাড়ে.........

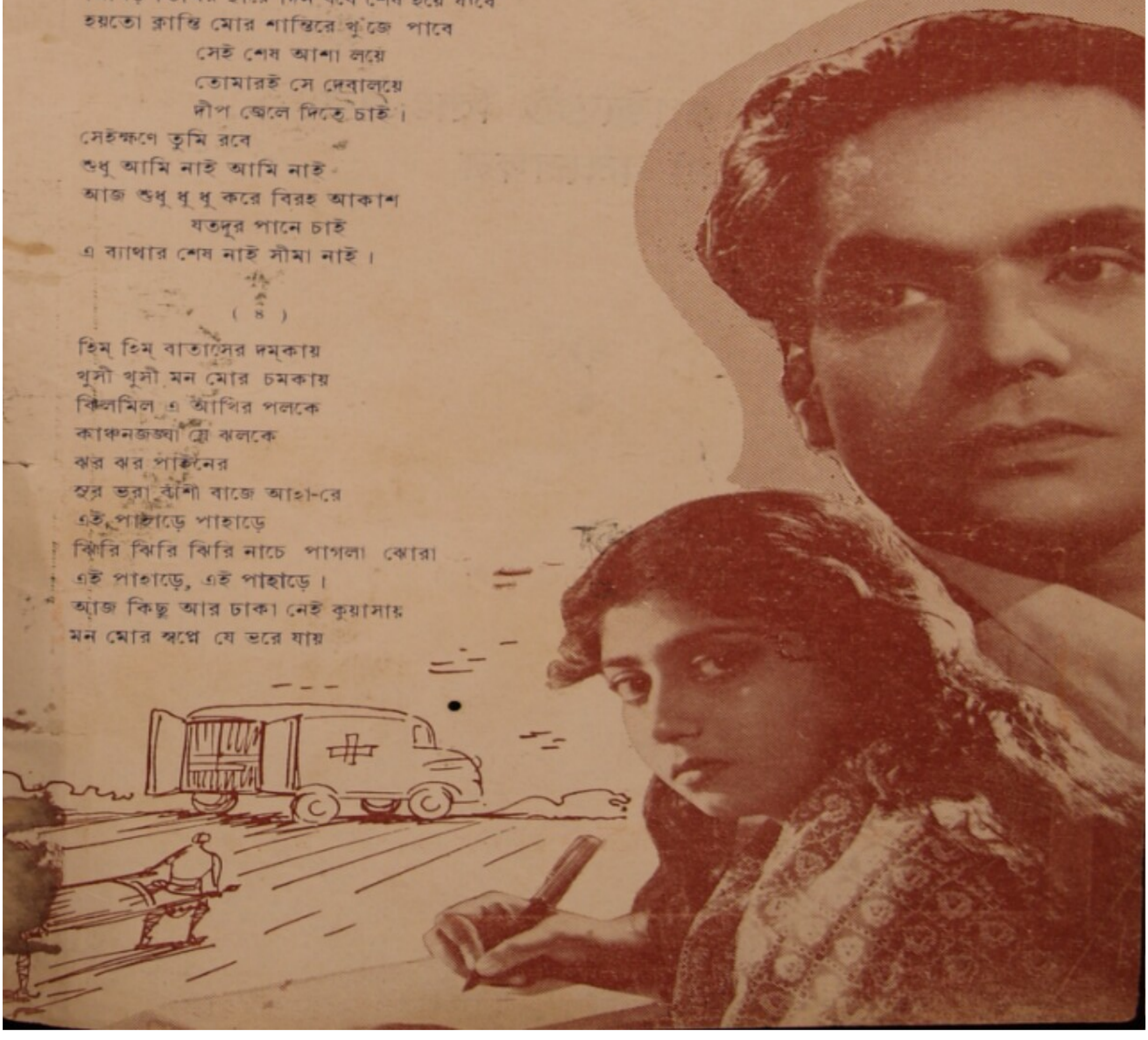

স্পার প্রাইভেট লিঃ-এর
৪র্থ নিবেদন

?

(দ্রুত গঠনপথে)

'ক্যাপস'-এর পক্ষ হইতে রবি বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, স্পার ডিষ্ট্রিবিউটারস্ প্রাইভেট লিঃ,
কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।